অনেকদিন পর টানা ১৭ ঘন্টা ঘুমিয়ে বিকাল ৫ টার সময় যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন বাড়ির সবাই; মানে ঠাকুমা, মা, মেজদি, বড়দা, মেজদা একে একে আমাকে আর আমার ঘুমকে একপশলা গালমন্দ করে গেলো । এরইমধ্যে নাকি কি একটা ঘটনাও ঘটে গেছে ।পিছনের বাড়ির মদনের বউ নাকি পালিয়েছে । এ নিয়া আমাদের বাড়িতে ব্যাপক হট্টগুল হইলেও আমার ঘুম নাকি ছাড়েনি সেসময় । এটা বলে আমার ছোটবোনটাও আমাকে গালমন্দ করে গেল । সবশেষে পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্যা, দেড় বছরের ছোট্ট তিথিও মিনমিন করে কি জানি বলে গেলো । যাকগে , আমার কি আসে যায় তাতে ।

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ধূপের ধোয়ায় টিকতে না পেরে বাইরে বের হলাম তখনই দেখলাম ভুতুরে ব্যাপারটা । বাড়ির উঠোনের বামপাশে আমগাছের মগডালে আলো !! এমনকি আলোটা একটু পর-পর নড়াচড়াও করছে । চোখের ভুল বলে পাত্তা দিলাম না । ঘটনাটা হয়ত ভুলেই যেতাম যদি না পরের দিন একইসময়ে একইঘটনাটা না ঘটতো । আবারো আলো । এবার আমগাছে নয়, পাশের লিচু গাছটাতে । আলোটা তাহসানকে দেখানো উচিত ছিলো । সে নাকি আলো পায় না । আর আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় গাছের মগডালে আলো দেখি। মেজদাকে সাথে সাথে ডাক দিয়েও জবাব পেলাম না । ঘরে গিয়ে দেখি মেজদা ঘরে নেই। কি ব্যাপার! মেজদা তো পড়ুয়া ছেলে এতক্ষনে তো তার পড়ার টেবিলে থাকার কথা । ভয়ে পরে আর ঘর থেকে বের হইনি । রাতে ঘুমানোর সময়ও ভয় করতে লাগলো ।

সবচেয়ে খারাপ কথা হলো, কৌতুহল দমিয়ে রাখতে না পেরে পরেরদিন সন্ধ্যায় আবার ঘর থেকে বেরিয়ে একই কান্ড দেখলাম । এবার ভুতটা আবার আমগাছে ফিরে এসেছে । ভুত না হয়ে পেত্নিও হতে পারে ! আলোটা দেখলাম একবার নড়ে উঠলো । পরে আবার । মনে হলো, আলোটা নিচে নামছে । “ওরে ভাভারে” বলে পিছনে ঘুরে যেইনা দৌড় দিতে যাবো অমনি ভুতটা বলে উঠল, “প্রলয়, আমার ইয়ারফোনটা নিয়া আয় তো” । সে কি ! এ যে মেজদার গলা !!

ঘুরে তাকিয়ে দেখি মেজদা দাঁড়িয়ে আছে । বললাম, “মেজদা, তুই কি ওই গাছের ডালে উঠেছিলি ?” “হ্যাঁ রে, এখন আমার ইয়ারফোনটা নিয়া আয় তাড়াতাড়ি ।” “কেনো ? মানে, গাছের ডালে উঠে কি করিস তুই?” । এরপর মেজদা যা বলল তা শুনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না । মেজদা বলল, “আরে বেটা, অনলাইনে ক্লাস হয় আমাদের । প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ টা থেকে । গ্রাম তো, নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না , তাই মগডালে উঠতে হয় আরকি ! তুই তাড়াতাড়ি ইয়ারফোন নিয়া আয়। আমাকে আবার মগডালে চড়তে হবে !” ।

গপ্পোঃ- অউবিয়ান (OUBian) [Online University Bangladesh]